সংবাদ

তারিখ ... 02 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫ .....

৫২

আদিবাসীদের মাতৃভাষাতে লেখাপড়া না করাই কী পিছিয়ে পড়ার কারণ

মিথুশিলাক মুরমু

আদিবাসী দিবসের এবারের প্রাতিপাদ্য বিষয় ছিল 'মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার'। দেশের আদিবাসীরা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে নিজেদের উপস্থিতিকে দেশবাসীর কাছে নিশ্চিত করেছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টি ছিল সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক ভাষা শহীদদের দিবসকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার পর আমরা আশান্বিত হয়েছিলাম দেশের অভ্যন্তরে রুগ্ন অবস্থায় বেঁচে থাকা ভাষাগুলো প্রাণ ফিরে পাবে। কিন্তু আমাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা গুড়েবালি হয়েছে। গ্লোবাল রেকর্ডিং নেটওয়ার্কিং গবেষণায় এ দেশের ৭৪টি ভাষার সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে ৪৮টি ভাষাতে তারা ধর্মীয় ও সামাজিক সচেতনতার বিষয়াদি রেকর্ড, সংরক্ষণ ও প্রচার করে চলেছে। বাকি ভাষাগুলোতে এখনো সম্ভবপর হয়নি। প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং সমরূপ প্রতিষ্ঠান এগিয়ে না এলে হারিয়ে যেতে বসা ভাষাগুলোকে রক্ষা করা যাবে না। হারিয়ে যাবে একটি ভাষা, একটি ইতিহাস, জ্ঞানের ভাণ্ডার ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত ঐতিহ্য। মাতৃভাষাই যদি বেঁচে না থাকে, তাহলে মাতৃভাষাতে লেখাপড়ার চিন্তা, পরিকল্পনা ও পদক্ষেপগুলো হবে গরু মেরে জুতা দানের মতো।

নিরক্ষর আদিবাসীদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ কী মাতৃভাষাতে পড়াশোনা না করা অর্থাৎ মাতৃভাষাতে পড়াশোনার সুযোগ না থাকায় তাদের শিক্ষার হার আশাব্যঞ্জক নয়। এক্ষেত্রে আমার দেশের আদিবাসী প্রতিষ্ঠান ও আদিবাসী গবেষকদের সঙ্গে সামান্য দ্বিমত পোষণ করছি। আমাদের মতে, আদিবাসীদের মাতৃভাষায় পড়াশোনার সুযোগ সৃষ্টি অপেক্ষা প্রথমে অন্যান্য সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ওভারকাম ও সুযোগ-সুবিধা পেলেই ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষায় এগিয়ে যাবে। প্রতিবন্ধকতা ও সুযোগ-সুবিধাগুলো হলো :

১. স্কুলের অভাব, ২. অভাব/দরিদ্রতা, ৩. সহপাঠীদের বৈষম্য, ৪. শিক্ষকদের বৈষম্য, ৫.অধিক সন্তান-সন্ততি, ৬. সামাজিক নিরাপত্তা, ৭. ভাষা সমস্যা, ৮. আদিবাসী শিক্ষকের প্রয়োজন, ৯. পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসীদের সম্পর্কে নেতিবাচক, ১০. শিক্ষাব্যবস্থায় দুর্নীতি, ১১. বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ১২. মিশনারি বিদ্যালয়, ১৩. সচেতনতার অভাব (ধনী-গরিব), ১৪. সামাজিক শত্রুতা (ডাইনি), ১৫. ছেলেমেয়েদের বৈষম্য (প্রথা), ১৬. কর্মসংস্থানের অভাব (কোটা), ১৭. বৃত্তি (ব্র্যাক, মিশনারি), ১৮. উচ্চশিক্ষা (অস্ট্রেলিয়া), ১৯. জেনিটিক্স, ২০. আদিবাসী পরিবেশ, ২১. সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা।

বাংলাদেশ নর্দার্ন ইভানজেলিক্যাল লুথারেন চার্চের (বিএনইএলসি) উন্নয়ন প্রকল্প 'ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন'-এর সাহায্যে আদিবাসী সাঁওতালদের নিয়ে গঠিত চার্চ এরিয়াতে ২৪টি বিদ্যালয় পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০০০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে লক্ষ করা যায়, সাঁওতালদের শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা ছিল নিম্নরূপ :

1. Lack of skilled Santal teachers.

2. Lack of fund to provide adequate teachers. 3. Students low attendance rate. 4. Dropout of Students. 5. Parent's poverty. 6. Parents lack of awareness 7. Parents unwillingness to sent their children to school. 8. Late receive of Text Books. 9. Lack of teaching aids. 10. School Managing Committees are not formed according to government rule. 11. School Managing Committee members do not know responsibility. 12. Irregularity of the School Managing Committee Meetings. 13. Lack of ideas for local fund raising. 14. Government or non-government local facilities are not utilized.

বিএনইএলসির সদস্য সংখ্যা প্রায় দশ হাজারের কাছাকাছি। এ সংখ্যক সদস্য সংখ্যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ জরিপে দেখা যায়, ১২০ জন ছেলেমেয়ে ডিগ্রি ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছে (জরিপ অক্টোবর ২০০৬)। উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পাস করা ছেলেমেয়ে রয়েছে অজস্র। দেশের বৃহত্তম বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্র্যাকের এডুকেশন ফর ইনডিজিনাস চিলড্রেন (ইআইসি) অর্থাৎ আদিবাসী শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম ১৯৯৯ সালে ব্র্যাক শুরু করে। ব্র্যাক মনে ক
নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্য শিশুরা স্কুলে যা
বা অভিভাবকও শিশুদের স্কুলে পা
আগ্রহবোধ করেন না :

১. প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করার কারণে ত
আদিবাসী শিশু প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার সু
পায় না। ২. ভাষাগত সমস্যার কারণেও ত
শিশু স্কুলে যেতে আগ্রহী হয় না। কারণ
গিয়ে শিশুদের বাংলা বুঝতে অসুবিধা হ
অনেক সময় দেখা যায়, আদিবাসী শিশু
গিয়ে অন্য শিশুদের সঙ্গে মিশতে ব
খাওয়াতে না পারার কারণে স্কুল ছেড়ে দে
বাবা-মায়ের সচেতনতার অভাবের ক
অনেক শিশুকে স্কুলে পাঠানো হয় না।
আদিবাসী সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ে স
মাঠে কাজ করতে যায়। ফলে
ছেলেমেয়েরা ঠিকমতো স্কুলে যায় কি না (
খেয়াল রাখতে পারে না। ৫. আদিবাসী
শিশুকে অনেক কম বয়স থেকেই পা
কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। ফলে
অনেকের স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হয় ন
আদিবাসী শিশুরা প্রাথমিক পর্যায় অতিক্র
পর মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অর্থ
সমস্যার কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বা
৭. বেশির ভাগ আদিবাসী প্রত্যন্ত অঞ্চলে

ব্র্যাকের ২০০৩ সালের জরিপে লক্ষ করা যায়, ইআইসির কর্মরত মোট অঞ্চল ১৪টি; টিমের সংখ্যা
কর্মরত জেলা ১৯টি, উপজেলা ৫৫টি, তৎকালীন স্কুল সংখ্যা ৯২৮টি, শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৪২৮৯, (
শিক্ষার্থীর হার ৫৬.৭%, আদিবাসী শিক্ষিকার সংখ্যা ৪২১, আদিবাসী কর্মীর সংখ্যা ১৭৬, উপবৃত্তি পা
শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩২৯১ জন। ২০০৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন স্কুল খোলার পরিকল্পনা ছিল আরও ৭০০টি
শিক্ষিকা সংখ্যা মোট ১৪০০। দ্বিমাসিক অবলোকন প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০২-এ বাঙালি
আদিবাসী শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক মেধা যাচাই করা হয়েছে তার ফলাফল ছিল নিম্নরূপ :

বিষয়		বাঙালি	আদিবা
বাংলা	পঠন	৪৯	৫০
	বানান	৪৩	৪৬
	শ্রুতিলিপি	৩৮	৩৭
	প্রশ্নোপত্র লেখা	৫৫	৫৫
	চিঠি লেখা	৩৪	২৮
গণিত	সংখ্যা লেখা	৬৫	৬৪
	মৌলিক অঙ্ক	৬০	৬৩
	সমস্যার অঙ্ক	৫৫	৫৪
ইংরেজি	পঠন	৩৫	৩৪
	শব্দার্থ	৬০	৬১
	বাক্য গঠন	৪৭	৫২
	প্রশ্নোত্তর লেখা	৩৩	২৭
পরিবেশ পরিচিতি	সারাংশ লেখা	১৮	১৮
	ছোট প্রশ্নের উত্তর লেখা	৪৮	৪৮
	ছবি বিশ্লেষণ	২২	২৩
	মানচিত্র	২৫	২৯
সৃজনশীল লেখা		৩০	২২

প্রতিনিধি, আদমদীঘি (বগুড়া
আদমদীঘি থানা ও সান্তাহার
সম্রাজ্ঞী লক্ষ্মীরানীসহ (৪২)
পাঠিয়েছে। আটককৃতরা হবে
(৩৮), মিন্টু (১৯) ও মিঠুন

মাদ্রাসা ছাত্রের লাশ

প্রতিনিধি, মঠবাড়িয়া (পিরোজ
মঠবাড়িয়ার ধানীসাফা ইউনি
(৮) লাশ গ্রামের সড়কের
আঘাতের চিহ্ন ছিল। নিহতে
মাঠে যাওয়ার পর আর ফেরে
জানায়, তার মৃত্যু রহস্যজন
হয়েছে।

আমতলীতে গাঁজাসহ

প্রতিনিধি, কলাপাড়া
আমতলী পৌর শহরে অভিয
(৪০) গ্রেফতার করেছে। আ
পেয়ে একে স্কুল সড়কে অভি

বিদেশী মদ উদ্ধার

প্রতিনিধি, মংলা
মংলা, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদ
চালিয়ে ১৩ বোতল বিদেশী মা
থেকে কান্ট্রি ড্রাইজিন ব্র্যান্ডের
মংলা থানায় মামলা হয়েছে।

দেবোত্তর সম্পত্তি বে

প্রতিনিধি, গৌরনদী
বরিশালের গৌরনদীর দক্ষিণ
সম্প্রতি স্থানীয় প্রভাবশালীরা ভূ
ফ্রন্টের গৌরনদী উপজেলা শা
আচার্য, সাংগঠনিক সম্পাদক
কর্মকার, মোহন লাল চক্রবর্তী,
তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানি
দখলদারি মুক্ত করার জন্য প্রশ

পেটের ব্যথায় বৃদ্ধের

প্রতিনিধি, নীলফামারী
পেটের ব্যথা সইতে না পেরে ব
জলঢাকা উপজেলার শৌলমারী
থেকে পেটের ব্যথায় ভুগছিলে
দিয়ে গলায় দড়ি দেন বৃদ্ধ নগে

নীলফামারীতে বজ্রপাতে

প্রতিনিধি, নীলফামারী
বজ্রপাতে ১ জন নিহত ও
বৃষ্টিপাতের সময় সৈয়দপুর
ঘটনাস্থলেই মারা যান। অপর
রেজিয়া বেগম (৫০), কাইছন
(৩০), নির্বিশি (২৫), দুরবী
(৩০) ও নূপুর (২০) গুরুতর
করা হয়েছে।

বজ্রপাতে দুই কৃষকের

যশোর অফিস
রোববার দুপুরে বজ্রপাতে চৌগা
আজিত্র (৪২) ও আবদুর রহিম
এলাকাবাসী জানান, এরা দুজন
ঐ সময় বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলে